রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৮, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

সায়রাত শাখা-১

পরিপত্র

তারিখ : ১১ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ/২৭ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল প্রাপ্তির আবেদন দাখিল ও ইজারা মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি।

নং ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৫১৪—সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী ২০ একরের ঊর্ধ্বের সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ছয় বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রতি বঙ্গাব্দের ৩০ কার্তিক পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ে এরূপ ইজারা প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা যায়।

২। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মুখবন্ধ খামে এ ধরনের আবেদন দাখিলের সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় একটি সমিতি আবেদন করার পর তৎকর্তৃক উদ্ধৃত দর অন্যরা জেনে যান। এতে নানাবিধ জটিলতার উদ্ভব ঘটছে। অন্যদিকে এরূপ অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে যে, ছয় বছরের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রাপ্তির পর কোন কোন ইজারা গ্রহীতা মৎস্যজীবী সমিতি ইজারা মেয়াদের শেষ বর্ষে ইজারার অর্থ পরিশোধে নানারকম অজুহাত তোলেন এবং উহা আদায়ে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৩। এ অবস্থা নিরসনকল্পে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে—

(১) (ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন বদ্ধ জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩০ কার্তিক পর্যন্ত **সীলগালাকৃত মুখবন্ধ খামে** ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবরে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(খ) সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে **'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন'** কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামপার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

(গ) মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত সকল আবেদন সীলগালা মুখবন্ধ অবস্থায় সায়রাত-১ শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করবেন।

(ঘ) নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৩০ কার্তিক উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারার জন্য প্রাপ্ত সকল আবেদন উন্মুক্ত ও বাছাইয়ান্তে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি উন্মুক্ত না করে সীলগালা ও মুখবন্ধ অবস্থাতেই আবেদনকারী সমিতির নিকট উহা ফেরত পাঠানো হবে।

(২) বর্তমানে আবেদন পত্রের সঙ্গে উদ্ধৃত দরের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানতস্বরূপ জমাদানের বিধান রয়েছে। যে সমিতি ইজারা প্রাপ্ত হন তাদের এই জামানতের অর্থ ইজারা মেয়াদের শেষ বর্ষের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এখন থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা প্রদত্ত হলে ইজারা গ্রহীতা সমিতিকে প্রথম বর্ষের মতই পরবর্তী বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বছর বার্ষিক ইজারামূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ষের ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট জমা দিতে হবে যা ইজারা গ্রহীতা সমিতির শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষের ইজারামূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

(৩) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জেলা কিংবা উপজেলায় আবেদন করার ক্ষেত্রেও সীলগালাকৃত মুখবন্ধ খামে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত নীতির অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণে তথায় উহা নিষ্পন্ন হবে।

৪। উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে *(mutatis mutandis)* পঠিত হবে এবং অবিলম্বে ইহা কার্যকর হবে।

৫। এ সিদ্ধান্তাবলি স্ব স্ব অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় যথাযথভাবে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হলো।

মোহাম্মদ শফিউল আলম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd